The New Nation

Chief Justice Dr. Syed Refat Ahmed attends as chief guest the 75th anniversary celebration of the Department of Islamic History and Culture at the TSC auditorium of Dhaka University on Saturday. ■ NN photo

The Country Today

DU Islamic History Dept 75th anniv celebrated

Main goal of reform is not administrative but moral: Chief Justice

DU Correspondent

The 75th anniversary of the Department of Islamic History and Culture of Dhaka University and the grand reunion of the department's alumni association were held on Saturday through various day-long programs.

The programs included a colourful rally, discussion meeting, scholarship distribution and cultural programs, etc. Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the day-long programs at a function at TSC Auditorium. Chief Justice of Bangladesh Dr. Syed Refat Ahmed spoke as the chief guest at the function.

The event was presided over by Prof Md. Ataur Rahman Biswas, Chairman of the Department of Islamic History and Culture. Dean of the Faculty of Arts, Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan and President of the Alumni Association of the Department of Islamic History and Culture, Mrs. Shabnam Shehnaz Chowdhury Deepa were present as special guests. Convener of the 75th Anniversary Celebration Committee, Professor Dr. Abdul Basir, delivered the welcome speech.

The Country Today

CAMPUS CORNER

DU Tourism and Hospitality Management Department founding anniv celebrated

DU Correspondent

The 18th founding anniversary of the Department of Tourism and Hospitality Management, Dhaka University was celebrated on Saturday through various programs.

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the program as the chief guest.

Later, a discussion session was held at the Professor Abdullah Faruk Multipurpose Conference Hall of the MBA Bhaban. Continued to page 2

DU Tourism and

The Departmental Chairman Professor Dr. Md. Shariful Alam Khandaker presided over the event, while Treasurer Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury and Dean of the Faculty of Business Studies Professor Dr. Mahmud Osman Imam were present as special guests. Regina Naser, Managing Director of Resorts and Spa, Md. Amiruzzaman, Managing Director of National Group Bangladesh Limited, Rezwan Maruf, Director of Sales and Marketing of Dhaka Intercontinental, and Md. Al Amin, General Manager of Renaissance Dhaka Gulshan Hotel, spoke as guests of honor. Shanti Chakma, a 3rd year student, and Shahriar Ratul Fardin, a 4th year student, conducted the program.

জনকণ্ঠ

শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ভিসি ড. নিয়াজ আহমদ খান —জনকণ্ঠ

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৪ কার্তিক ১৪৩২

DU in Media

9 November 2025

সংবাদ

‘সোহ্‌রাওয়ার্দীতে গাঁজা বেঁচতে নিষেধ করায় ছাত্রদল নেতা সাম্যকে হত্যা’: ডিবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

৬ মাস আগে ছুরিকাঘাতে ছাত্রদল নেতা এস এম শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনায় মাদক কারবারিদের দায় পেয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা। তিনি অভিযোগপত্রে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাম্য ও তার বন্ধুরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গাঁজা বেচতে নিষেধ করায় মাদক কারবারিদের আক্রমণের শিকার হন।

তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক আখতার মোর্শেদ বলেন, ‘অভিযোগপত্রে ৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গাঁজা বিক্রি করতে নিষেধ করায় সাম্যকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে।’

গত ১৩ মে রাত সাড়ে ১১টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে আসার সময় ছুরিকাঘাতে আহত হন সাম্য। রাত ১২টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় বন্ধুরা সাম্যকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে পড়তেন। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের এই শিক্ষার্থী এ এফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। একই হলে ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন তিনি। তার বাড়ি সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে। এ ঘটনায় গত ১৪ মে সকালে নিহতের বড় ভাই শরীফুল ইসলাম শাহবাগ থানায় ১০-১২ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন। সেদিন তিনজনকে গ্রেপ্তারের তথ্য দেয় পুলিশ। মামলাটি তদন্ত করে গত বৃহস্পতিবার ৭ মাদক কারবারিকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে তদন্ত সংস্থা ডিবি পুলিশ।

অভিযোগপত্রভুক্তরা হলেন– মেহেদী হাসান, মো. রাব্বি ওরফে কবুতর রাব্বি, মো. রিপন ওরফে আকাশ, নাহিদ হাসান পাপেল, মো. হৃদয় ইসলাম, মো. হারুন অর রশিদ সোহাগ ওরফে লম্বু সোহাগ ও মো. রবিন। আর তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় তামিম হাওলাদার, সম্রাট মল্লিক, পলাশ সরদার ও সুজন সরকার নামের চারজনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে ৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে– আসামি মেহেদী হাসান, রিপন, কবুতর রাব্বি, পাপেল, হৃদয়, রবিন, সোহাগরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ‘চিহ্নিত’ মাদক বিক্রেতা। দল নেতা মেহেদী হাসানের কাছ থেকে অন্যরা গাঁজা নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মন্দির গেইট এলাকায় খুচরা বিক্রি করে আসছিল। গাঁজা বেচা শেষে সবাই মেহেদীর কাছে টাকা জমা দিতেন।

ঘটনার দিনের আগে আসামি রিপন ও রাব্বি গাঁজা বেচার টাকা মেহেদীকে ঠিকমতো না দিয়ে বলেন, তাদের টাকা মাস্তানরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মেহেদী হাসান তার লোকজনদের বলে দেন, এমন পরিস্থিতি হলে সবাইকে একসঙ্গে প্রতিহত করতে হবে, তিনি কয়েকজনকে সুইচ গিয়ার (চাকু) ও ইলেকট্রিক ট্রেজারগান কিনে দেন। আর গাঁজা বেচতে মেহেদী, কবুতর রাব্বি, রিপনদের নিষেধ করেছিলেন সাম্য ও তার বন্ধুরা। এ কারণেই তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ঘটনার রাতে কবুতর রাব্বি মুক্তমঞ্চের কাছে গাঁজা বেচছিল। তার হাতে একটি ইলেকট্রিক ট্রেজারগান ছিল। অন্যদিনের মতোই কবুতর রাব্বির সঙ্গে পাপেল ও রিপন সঙ্গে ছিল। একপর্যায়ে সাম্য দুই বন্ধুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে মুক্তমঞ্চের দিকে আসেন।

সেখানে কবুতর রাব্বিকে ইলেকট্রিক ট্রেজারগান হাতে দেখতে পেয়ে তাকে থামতে বলেন সাম্য। রাব্বি দৌড় দিলে সাম্য মোটরসাইকেলে করে ধাওয়া দিয়ে ৩০-৩৫ গজ দূরে গোলপুকুরের (পুরাতন ফোয়ারা) কাছে রাব্বিকে ধরে ফেলে। এ সময় ছাত্রদল নেতা ইলেকট্রিক ট্রেজারগানটি নেয়ার চেষ্টা করে। তখন রাব্বি ট্রেজারগানটি না দিলে তাকে চড়-থাপ্পর মারে সাম্য।

ডিবি কর্মকর্তা আখতার মোর্শেদ অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন, তখন রাব্বির চিৎকারে পাপেল, মন্দিরসংলগ্ন ক্যান্টিন থেকে রিপন, মেহেদী, সোহাগ, হৃদয় ও রবিনরা ঘটনাস্থলে এগিয়ে এসে সাম্য ও তার বন্ধুদের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও হাতাহাতিতে জড়ান। তাদের ধস্তাধস্তিতে পুকুর পাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারীর মোটরসাইকেল পড়ে গিয়ে লুকিং গ্লাস ভেঙে যায়। তখন মোটরসাইকেলের মালিক পলাশ অন্য কোথাও গিয়ে তাদের মারামারি করতে বলেন।

একথা শোনার পর পলাশকে চোখে-মুখে ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে ফেলেন আসামিরা। তা দেখে সম্রাট মল্লিক নামে অন্য একজন এগিয়ে গেলে মেহেদীর কাছে থাকা সুইচ গিয়ার চাকু দিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এ সময় পলাশ, সম্রাটের সঙ্গী তামিমও মারধরে আহত হন। একই সময়ে সাম্যর সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ানো পাপেলকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য মেহেদী ঘুষি মারেন সাম্যকে, রাব্বির কাছে থাকা সুইচ গিয়ার চাকু দিয়ে সাম্যর ডান পায়ের রানে চাকুও মারা। তখন চিৎকার-চেঁচামেচিতে মন্দিরের ভেতরে থাকা লোকজন এগিয়ে এলে আসামিরা দক্ষিণ দিকে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পরে কালিমন্দিরের গেইট দিয়ে বাসায় ফেরার পথে আহতদের পড়ে থাকতে দেখেন সুজন সরকার নামের এক ব্যক্তি। সংবাদমাধ্যমে সাম্যর মৃত্যুর খবর পেয়ে ফেইসবুক লাইভে এসে তিনি বলেন, ‘সাম্যর বন্ধুরা যদি দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতো, তাহলে রক্তক্ষরণে সাম্য মারা যেত না।’

মামলার বাদী শরীফুল আলম বলেন, ‘আমাদের প্রত্যাশা, সুষ্ঠু বিচার, আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে কেউ যেন পার পেয়ে না যায়। ছাড়া পেয়ে গেলে সমাজের ক্ষতি করবে। সমাজ ও আমাদের পরিবারের স্বার্থে মামলার সুষ্ঠু বিচার চাই।’ তিনি বলেন, ‘আমার ভাই তো অল্প বয়সে আততায়ীর হাতে খুন হলো। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল তার। আমাদের পরিবার আগে কখনো এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেনি, জয়েন্ট ফ্যামিলি আমাদের। চার ভাইয়ের মধ্যে সাম্য ছোট। আমাদের আম্মা ২০১৬ সালে মারা যান। বাবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জব ছেড়ে ২০০৯ সালে বিদেশে যান। আম্মা মারা যাওয়ার পর দেশে ফিরে আসেন।

‘ওর প্রতি সবার একটু বেশি কেয়ার। ঢাকায় উদ্ভাস কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিত। আমার একভাই

পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

সোহ্‌রাওয়ার্দীতে গাঁজা বেঁচতে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

এবং ওর স্ত্রী দুইজনই ডাক্তার, বিসিএস থেকে ওরা পিজি হাসপাতালে আছে। সাম্য ওদের সঙ্গেই থাকতো। ‘ও হলে থাকতো না। উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু তা তো আর হলো না। ভাইটা খুন হলো। ভাইকে তো আর ফিরে পাব না। আমরা ভাই হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই, বিচারটা যেন হয়। এটাই আমাদের সবার প্রত্যাশা।’

সাম্য হত্যাকাণ্ডের পরপরই রাজধানীর রাজাবাজারসহ কয়েকটি এলাকা থেকে তামিম, পলাশ ও সম্রাটকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে তাদের দুই দফা হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর মধ্যে মাদারীপুর সদর উপজেলার ঝাউদি ইউনিয়নের ব্রাহ্মন্দী এলাকায় তামিমের বাড়ির দুটি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল স্থানীয়রা। তদন্তের পর তামিমসহ এ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় তাদের অব্যাহতি দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা আখতার মোর্শেদ।